বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি

ছয় মাস থেকে ছয় বছর বয়সী বাচ্চাদের অনেকেই তীব্র জ্বরের সময় খিঁচুনিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এসময় অনেকেই আবার অজ্ঞান হয় বা ফিট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বাচ্চার মা-বাবা, আত্মীয়রা অনেকেই ভয়ে অস্থির হয়ে যান এবং তৎক্ষনাৎ কি করবেন তা বুঝতে পারেন না। আর যারা প্রথমবারের মত বাচ্চাকে নিজের চোখের সামনে ফিট হতে দেখেন তারা আরো বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েন। অনেক মায়েরা বলে থাকেন - তাদের চোখের সামনে তাদের সন্তান মারা যাচ্ছেন। মোট কথা - তীব্র জ্বরে বাচ্চা অজ্ঞান হয় বা ফিট হয়ে যায়। তাই বাচ্চদের মা ও পরিবারের অন্যান্যদের এ বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকলে এ সময়ে বাচ্চার জন্য করনীয় জরুরী বিষয়গুলো তারা লক্ষ্য রাখতে পারেন।

তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি (Febrile Convulsion) একটি সাধারন সমস্যা ও এতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আতংকিত হবার কিছু নেই। স্বল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে বিধায় ঘরে বসেই এ রোগের জন্য করণীয় বিষয়ে আমরা কাজ শুরু করতে পারি। পরে আমরা প্রয়োজনে অবশ্যই এম বি বি এস ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে পারি। পৃথিবীতে প্রতি ২০ জনে ১ জন বাচ্চা কোন না কোন সময়ে এ ধরনের তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাধারণত ৩% বাচ্চা এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এটি কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়।

সাধারণ জ্ঞাতব্য:

- **তাপমাত্রা :** জ্বর সাধারণত ৩৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (১০০.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট) বা তার উপরে হতে পারে।
- **ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় বেশী আক্রান্ত হয় :** বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি সাধারনত মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ২ গুণ বেশী হয়।
- **বয়স :** ৬ মাস - ৬ বছর (৩ বছর বয়সে সাধারণত ১০% বাচ্চার হয়ে থাকে)। সাধারণত ৬ মাস থেকে ৩ বছর বয়সে গড়ে ১৮ মাসে এ রোগ বেশী হয়ে থাকে। আক্রান্ত হবার পর প্রতি বছর এর সম্ভাবনা কমতে থাকে। ৬ বছরের পরে এ ধরনের রোগের ঘটনা অনেক কম হয়ে থাকে।
- **বংশগত :** পরিবারে কারো (বাবা, মা ও ভাই -বোন বা নিকট সম্পর্কে আত্মীয় স্বজন) এ রকম খিঁচুনি হলে বাচ্চাদের এ ধরনের তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি হতে পারে। তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি হয় এমন প্রতি ৪টি বাচ্চার মধ্যে ১টি বাচ্চার পরিবারের মধ্যে কারো না কারো এ ধরণের রোগের ইতিহাস পাওয়া যায়।
- **পুন:আক্রান্ত হবার প্রবনতা :** একবার হলে আবারো এ ধরনের তীব্র জ্বরজনিত খিঁচুনি হতে পারে।
- **সময়কাল :** এক মিনিট থেকে ৫ মিনিট। তা কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫ মিনিট বা তারও বেশী সময় পর্যন্ত হতে পারে।
- **ক্লান্তি ও ঘুম :** একবার আক্রান্ত হবার পর বাচ্চারা ক্লান্ত থাকে। এক্ষেত্রে সাধারনত বাচ্চারা ১ ঘন্টা বা তার বেশী সময় পর্যন্ত ঘুমাতে পারে।
- **আক্রান্ত হবার হার :** ৩% বাচ্চা জীবনে কখনো না কখনো এ রোগে অক্রান্ত হয়।
- **তীব্র জ্বরে খিঁচুনির প্রবনতা :** বাচ্চাদের জ্বরের প্রথম দিনে বা কয়েক দিনের মধ্যে এ ধরনের খিঁচুনি হতে পারে।
- **বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত সাধারন খিঁচুনির পরবর্তী প্রভাব :** তবে বাচ্চাদের তীব্র জ্বরজনিত সাধারন খিঁচুনির পরবর্তীতে তাদের লেখাপড়া, বুদ্ধিভিত্তিক কার্যক্রম, খেলাধূলা, আচরন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হয় না।